যুগান্তর

অর্থ সংকটে শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করা হচ্ছে না

সরকারপন্থী ও সরকারবিরোধী সংগঠনগুলো রাজপথে নেমেছে

মুসতাক আহমদ

অর্থ সংকটের কারণেই শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ এবং এমপিও প্রদানসহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পূরণ করা যাচ্ছে না। এমনকি বিভিন্ন উন্নয়ন কাজও থেমে আছে। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষক আন্দোলন ও ক্ষোভ-অসন্তোষ দূর করতে চাইলে এ মুহূর্তে কেবল শিক্ষা মন্ত্রণালয়েই সরকারের অতিরিক্ত ৮ হাজার ৩৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে। অথচ ওই মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে সরকারের বার্ষিক বরাদ্দই ৯ হাজার ৪৪৫ কোটি ২৪ লাখ টাকা।

এ অবস্থায় অবশ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বলছেন, উন্নয়ন খাতসহ কয়েকটি খাতের ব্যয় বাদ দিলে অর্থ প্রয়োজন আরও কমবে। তবে তাও ৬ হাজার কোটি টাকার কম নয়। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুকরণে শর্তসাপেক্ষে চাকরি জাতীয়করণ করলে সে ক্ষেত্রে বরং সরকারি ব্যয় বর্তমানের তুলনায় বাড়বে না বলে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন।

শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ, বিভিন্ন ধরনের ভাতা বৃদ্ধি, এমপিও (বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বেতনের সরকারি অংশ) প্রদান, চাকরি : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

3 OCT 2012
পৃষ্ঠা ... ৫ক ... কলাম ... ৪ ...

চাকরি : শিক্ষকদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কিছু শিক্ষকের মাসিক বেতন ৫শ' টাকা থেকে ১ হাজার টাকায় উন্নীতকরণ, অবসর সুবিধা প্রদানসহ নানা ধরনের অভাব-অভিযোগ ও অনুযোগ রয়েছে। এ নিয়ে বর্তমান সরকারের বিগত পৌনে চার বছর ধরে শিক্ষক সংগঠনগুলোর কেউবা দেন-দরবার করে আসছে। আবার কেউবা নানাভাবে ও ভাষায় দাবি-দাওয়া জানিয়ে আসছিল। গত কয়েক মাস ধরে সরকারপন্থী এবং সরকারবিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলো রাজপথে নেমেছে। এমনকি সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলোর ডাকেএরই মধ্যে সপ্তাহখানেক ধর্মঘটও পালিত হয়েছে। এর বাইরে দল-নিরপেক্ষভাবে আরও কয়েকটি সংগঠন শুধু এমপিও'র দাবিতে রাজপথে রয়েছে। মঙ্গলবারও তারা রাজধানীতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।

আন্দোলনকারী শিক্ষকদের মধ্যে সরকারপন্থীরা আপাত সমাধান চাইছেন। অবশ্য তারা এ মুহূর্তে শিক্ষকদের বিভিন্ন ভাতা বাড়িয়ে উভয় কূল রক্ষার কৌশল খুঁজছেন। আর বিপরীত দিকে সরকারবিরোধীরা চাকরি জাতীয়করণের একদফা নিয়ে আছেন। সরকারবিরোধীরা এক্ষেত্রে যুক্তি দিচ্ছেন, যদি চাকরি সরকারি করা হয়, তাহলে আর কোন দাবি-দাওয়াই থাকে না এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দল নিরপেক্ষরা তারা কেবল এমপিও চাইছেন।

তবে সাধারণ শিক্ষকদের নিয়ে রাজনীতি করা সরকারপন্থী ও বিরোধী সংগঠনগুলোর এমনি বিপরীতমুখী অবস্থায় বর্তমানে যে আন্দোলন ও বিক্ষোভগোন্মুখ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এ নিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের মাঝে ক্ষোভ-অসন্তোষ চরমে। যে কারণে সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলো জনসমর্থন আর রাজনীতি ধরে রাখতে শেষ পর্যন্ত মাঠেই রয়েছেন।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দাবি পূরণে কত টাকা লাগতে পারে, সে খসড়া বাজেটও তৈরি করা হয়েছে। ২৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষা সচিবকে সঙ্গে নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে মঙ্গলবারও এ নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে বৈঠক বসে। জানা গেছে, বৈঠকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে যে দুই ধরনের আর্থিক প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষক অসন্তোষ দূর করতে তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদি শিক্ষাখাতের জন্য কত টাকা লাগবে সেই হিসাব পেশ করা হয়েছে।

শিক্ষক আন্দোলন : সরকারপন্থী আর বিরোধী শিক্ষক সংগঠন, সবাই রাজপথে। সরকারপন্থীরা মোট দুটি জোটবদ্ধ হয়েছেন। এদের বাইরে রয়েছে আরেকটি সংগঠন। সবমিলিয়ে সরকারপন্থীদের সংগঠন রয়েছে ১৪টি। দুটি জোট বা মোর্চা হল শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট ও শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। সংগঠনটি হল বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (কামরুজ্জামান)। অন্যদিকে সরকারবিরোধী হিসেবে পরিচিত মোট ১৫টি সংগঠনের মোর্চা হল শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। সবমিলিয়ে ২৯টি সংগঠনই এখন রাজপথে। এর মধ্যে সরকারপন্থীদের দাবি ৪৬টি। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় দাবিগুলো সমন্বয় করে ১৩টিতে রূপান্তর করেছেন। বাকি দাবিগুলো অভিন্ন। আর সরকারবিরোধীদের দাবি একটিই।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ২৩ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সরকারপন্থীরা ৩০ সেপ্টেম্বরের মহাসমাবেশ স্থগিত করে দেয়। এখানেই শেষ নয়, অনেকে মনে মনে আন্দোলন থেকেও পিঠটান দেয়ার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু দাবি-দাওয়া মানার ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক থেকে কার্যকর কোন ফলোদয় না হওয়ায় সারাদেশের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে চাপ সৃষ্টি হয়। তখন নতুন করে সরকারপন্থীরা ফের রাজপথে ফিরতে শুরু করে। এর মধ্যে শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যফ্রন্ট ৮ দফা দাবি আদায়ে ২৭ সেপ্টেম্বর নয়া কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ২১ দফা দাবিতে ২৯ সেপ্টেম্বর তাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে। এর আগে তারা শহীদ মিনারে মহাসমাবেশের মাধ্যমে শোডাউন করে। শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ রোববার ঢাকায় প্রায় ৪শ' প্রতিনিধি নিয়ে সমাবেশ করে। ওই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মঙ্গলবার সংবাদ সম্মেলন করে তারা নয়া কর্মসূচি ঘোষণা করে।

বিপরীত দিকে সরকারবিরোধী মোর্চা হিসেবে পরিচিত শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়ার মোর্চা রাজপথে রয়েছে। তিনি জানান, তাদের চাকরি জাতীয়করণের একদফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

শিক্ষকদের যত দাবি : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টিতে সরকারপন্থীদের যে ১৩টি দাবি রয়েছে সেগুলো হচ্ছে, শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণ, বাড়ি ভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি, অবসর বয়স ৬৫ বছর করা, প্যাটার্নভুক্ত জনবল কাঠামোর শূন্যপদে নিয়োগকৃত শিক্ষকদের এমপিও প্রদান, ২টি টাইম স্কেল, শূন্যপদে নিয়োগ, ইনডেক্সধারী শিক্ষক, উচ্চতর স্কেল, উচ্চতর ডিগ্রি, বিএড ডিগ্রি কামিল পাসের স্কেলসহ সব ধরনের আর্থিক সুবিধা দেয়া, সহকারী গ্রন্থাগারিকদের এমপিও দেয়া, পাহাড়ি এলাকার শিক্ষকদের ৩০ ভাগ পাহাড়ি ভাতা দেয়া, ২০১০ সালে সর্বশেষ দেয়া এমপিওপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বাদ পড়া ১ হাজার ৪৪১ জনকে এমপিও দেয়া, সহকারী প্রধান শিক্ষকদের ১২ হাজার টাকা বেতন স্কেল প্রদান ইত্যাদি। সরকারপন্থীদের নেতা অধ্যক্ষ মোঃ জাহাঙ্গীর জানান, দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে ২৩ সেপ্টেম্বর যে আশ্বাস পাওয়া গেছে, তাতে শিক্ষকরা সন্তুষ্ট নন। শিক্ষকরা আন্দোলনের মাধ্যমেই দাবি আদায় করতে চান।

বিপরীত দিকে সরকারবিরোধী হিসেবে পরিচিত শিক্ষক কর্মচারী ঐক্য পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, তাদের দাবি একটিই। আর তা হল চাকরি জাতীয়করণ। যারা শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণের দাবি তুলেছে, তারা মূলত শিক্ষকদের ধোঁকা দিতে আর সরকারের দালালি করতে চান। কেননা এই গরিব দেশে এটা কোনদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ সম্ভব। এটা করা গেলে বরং সরকারের ফি বছর বর্তমানের তুলনায় ১শ' কোটি টাকা রক্ষা পাবে।

সাড়ে ৯ হাজার কোটি টাকা লাগবে : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে, শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া আর উন্নয়ন কাজ মিলিয়ে মোট ১৭টি অগ্রাধিকার খাত তৈরি করা হয়েছে। শিক্ষক আন্দোলন থামানো এবং উন্নয়ন কাজ সচল করতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ মুহূর্তে দরকার ৯ হাজার ৫৫৮ কোটি ৪১ লাখ ৬২ হাজার ৮৭৫ টাকা। এর মধ্যে সরকারকে নতুন করে বরাদ্দ দিতে হবে ৮ হাজার ১৪৫ কোটি ৬৭ লাখ ৭৪ হাজার ৬০৫ টাকা। অর্থাৎ বাকি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

জানা গেছে, মঙ্গলবার বৈঠকে শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা খাতের বিভিন্ন প্রয়োজনের নিরিখে উল্লিখিত অর্থের প্রয়োজনীয়তার তথ্য তুলে ধরেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী জানান, শিক্ষা খাতের প্রয়োজন ও শিক্ষকদের অসন্তোষ স্থায়ীভাবে দূর করতে ওই পরিমাণ অর্থ দরকার। তিনি যেসব প্রয়োজনীয় দিক তুলে ধরেন এর মধ্যে রয়েছে— নতুন এমপিও, প্যাটার্নভুক্ত ও শূন্যপদে চাকরিরত শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও এবং ইনডেক্সধারীদের উচ্চতর স্কেল, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দেড় সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠানের এমপিও প্রদান, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন-ভাতা, বর্তমানে এমপিওপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে বাড়ি ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি, এমপিওহীন প্রতিষ্ঠানের এমপিও, সহকারী গ্রন্থাগারিককে বেতন-ভাতা, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র বিতরণ, কওমী মাদ্রাসা কমিশন গঠন, শিক্ষকদের উৎসব ভাতা বৃদ্ধি, স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষক বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি।

জানা গেছে, বৈঠকে শিক্ষক অসন্তোষ নিরসনে এ মুহূর্তে এক হাজার টাকা দিতে হবেই বলে শিক্ষামন্ত্রী জোরালো দাবি উত্থাপন করেন। তার দাবিকৃত টাকার মধ্যে বর্তমানে এমপিওপ্রাপ্ত ২৭ হাজার ৬৪৭টি প্রতিষ্ঠানে ৩শ' ও ৫শ' টাকা হারে বাড়ি ও চিকিৎসা ভাতা বাবদে ৮৪ কোটি ৫৭ লাখ ১৯ হাজার ২শ' ও ২২৫ কোটি ৫২ লাখ ৫১ হাজার ২শ' টাকা, বর্তমানে এমপিও পাওয়ার যোগ্য কিন্তু এমপিওহীন ৫ হাজার ৩৬২টি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৯৩৫ কোটি ২৩ লাখ ৬৪ হাজার ৫৮০ টাকা, তত্ত পরিবর্তনের কারণে ২৯১টি স্কুল ও কলেজে ২৫ কোটি, ৪১৫০ জন সহকারী গ্রন্থাগারিককে বেতন-ভাতা বাবদ ৪১ কোটি ৮ লাখ ৫০ হাজার আর সবাইকে দিলে ৮৯ কোটি ১০ লাখ, মুক্তিযুদ্ধের দলিলপত্র বিতরণে ২৪ কোটি টাকা, কওমী মাদ্রাসা কমিশনে ৫ কোটি, শিক্ষকদের উৎসব ভাতা বৃদ্ধিতে ২৩৩ কোটি ২৬ লাখ ১৫ হাজার ১শ' টাকা ও স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের ৫শ' টাকা থেকে ১ হাজার টাকা বেতনের জন্য অতিরিক্ত লাগবে ২ কোটি ৩৭ লাখ ৪৮ হাজার টাকার তথ্য তুলে ধরে বলেন, এসব খাতের জন্য বেশকিছু টাকা বরাদ্দ অর্থে সমন্বয় করা যাবে। কিন্তু ১ হাজার কোটি টাকা না দিলেই নয়।

জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী যুগান্তরকে জানান, প্রতিবছর দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে। ফলে শিক্ষা খাতে আর্থিক চাহিদাও বাড়ছে। কিন্তু আমাদের আর্থিক সক্ষমতা কম। একসাথে সবার চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। শিক্ষকদেরকেও এ বিষয়টি অনুধাবন করতে হবে। আরও বলেন, আমাদের কাজ অনেক কিন্তু অর্থ কম। বৈঠকে অতিরিক্ত অর্থের কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন, অর্থমন্ত্রী বাড়তি অর্থ দেয়ার কথা জানিয়েছেন। আমরা শিক্ষকদের বাড়ি ভাড়া আর চিকিৎসা ভাতা বাড়াব। তবে কত টাকা বাড়ানো যাবে, তা এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না।